দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 2 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ কলাম ... ৩ ...

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চপদ পূরণ হবে

প্রতিমন্ত্রী জানালেন শুধু সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ হবে : আগামী বছর থেকে ১০০% উপবৃত্তি ও দুপুরে টিফিন দেয়া হবে : ৫ম শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ মোতাহার হোসেন বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে যোগ্যতা হবে স্নাতক। শুধু সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া হবে। পদোন্নতির মাধ্যমে সকল উচ্চপদ পূরণ করা হবে। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষক আগামী বছর থেকে ১০০% শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান এবং দুপুরে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের টিফিন সরবরাহ করা হবে। এসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সব ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আনার পরিবেশ তৈরী করা হবে। গতকাল সকালে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বাংলাদেশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আয়োজিত 'একবিংশ শতাব্দির প্রাথমিক শিক্ষা ঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে প্রতিমন্ত্রী পৃঃ ১৫ কঃ ৮

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পদোন্নতির

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ নজরুল ইসলাম বাবু এমপি, সদস্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়। নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এমপি, সদস্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রিন্সিপাল জোবেদা খাতুন পারুল এমপি, সদস্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বেগম তহুরা আলী এমপি, সদস্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। শ্যামল কান্তি ঘোষ, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; ইঞ্জিনিয়ার মহসিন আলম ভূঞা, সমিতির সম্মানিত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা। সমিতির সভাপতি আবদুল আউয়াল তালুকদারের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সমিতির মহাসম্পাদক আবদুস সালাম।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার লক্ষ্যে চলতি বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পাবলিক পরীক্ষার আকারে অনুষ্ঠিত হবে। আগামী বছর থেকে ১০০% শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি, স্কুলে সকল শিশুকে দুপুরে টিফিন দেয়া হবে এবং বিদ্যালয়ে আনার পরিবেশ তৈরী করা হবে। তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণের মাধ্যমে যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন– জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা স্তর উন্নীত করার মাধ্যমে এবং ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষকদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। সেমিনারে মোঃ নজরুল ইসলাম বাবু এমপি বলেন– শিক্ষকদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ সরকার বদ্ধপরিকর। নারায়ণ চন্দ এমপি বলেন, শিক্ষকদের সকল সমস্যা অচিরেই সমাধান করা হবে এবং এ লক্ষ্যে সরকার দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে। জোবেদা খাতুন পারুল এমপি বলেন, স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস শিশুদের মাঝে তুলে ধরার মাধ্যমে জাতির জনকের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হবে। বেগম তহুরা আলী এমপি বলেন, প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষকদের সাথে মহাসমাবেশে যোগ দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দির উপযোগী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে এগিয়ে নেবেন। মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের যৌক্তিক সমস্যাগুলো পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হবে।